APR. 08 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম... ...১......

বদলে গেছে টিএসসি

শেখ আশরাফুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ঢাকা শহরেরও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকদের অংশগ্রহণে পরিচালিত সামাজিক সাংস্কৃতিক সেবামূলক সংগঠনের পাশাপাশি অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিশেষ করে উদীচী এবং সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মতো সংগঠনের চর্চাকেন্দ্র হিসাবে টিএসসির সব সময় উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। এর পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ সারা ঢাকার তরুণ-তরুণীদের মিলনকেন্দ্র হিসাবেও টিএসসিই প্রথম পছন্দ। কিন্তু চার পাঁচ মাস আগের টিএসসির সঙ্গে বর্তমান টিএসসিকে মেলাতে গেলে ধাক্কা খাবেন অনেকেই। পোস্টার, ওয়ালরাইটিং বিহীন নতুন রঙ করা দেয়াল এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বর্তমান টিএসসির বাইরের পরিবর্তন বলতে এটুকুই। তবে মূল পরিবর্তনটা এসেছে টিএসসির চরিত্রে, আচরণে। এখন আর টিএসসি নিছক আড্ডাকেন্দ্র নয়, নতুন নীতিমালা করে টিএসসিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রুচিশীল, আধুনিকতম সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র হিসাবে। তবে তা সংরক্ষিত থাকবে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের জন্য।

এ জন্য এখন টিএসসির মূল গেট বন্ধ হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস টাইম শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সাড়ে চারটার দিকে। এতে করে একদিকে যেমন টিএসসির অসৃষ্টিশীল আড্ডা বা জুটিদের প্রেমের কুটুস কাটুস বন্ধ হয়েছে, তেমনি আবার নাটক এবং আবৃত্তি সংগঠনগুলো হারিয়েছে ক্যাফেটেরিয়া, গেমস্ রুম, এর বারান্দা এবং সুইমিংপুলের পাড়ে রিহার্সাল করার সুযোগ। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা নেই এমন সংগঠনের দখলে থাকা টিএসসির কক্ষগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট টিচার সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে নতুন করে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, টিএসসির কক্ষ ব্যবহারের জন্য নতুন নীতিমালা তৈরি হচ্ছে। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জায়গা, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের অংশগ্রহণে যেসব সংগঠন রয়েছে, তারাই কাজ করবে। বিগত সময়ে বহিরাগতরা টিএসসির কক্ষ দখল করে রেখেছিল। সে সব কক্ষ দখলমুক্ত করে, নীতিমালার মধ্য থেকে বিভিন্ন সংগঠনকে রিহার্সালের জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে।

টিএসসি'র করিডোরে চলছে সঙ্গীত চর্চা, সঙ্গে আড্ডা ছবি : নজরুল ইসলাম

টিএসসির পরিবর্তিত নীতিমালার মধ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউটস গ্রুপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, ডিবেটিং সোসাইটি, ট্যুরিস্ট সোসাইটির মতো বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো নিরাপদে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েছে বাইরের নাটক এবং আবৃত্তি সংগঠনগুলো। আগে প্রায় ৩০-৩৫টির মতো সংগঠন পালা করে টিএসসির বিভিন্ন কক্ষ, মাঠ, ক্যাফেটেরিয়া, গেমসরুম, এর বারান্দা এবং সুইমিংপুলের পাড়ে রিহার্সাল চালাত। কিন্তু এখন টিএসসির সে সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে স্থবির হয়ে যাচ্ছে অনেক সংগঠনের কার্যক্রম, বাকিরা ছুটে যাচ্ছে সোহরাওয়ার্দীতে বা অন্য কোথাও।

বাংলাদেশ আর্ট থিয়েটারের কর্মী, জহুরুল হক হলের ছাত্র আরিফুদ্দৌলা তিতাস বলেন, হ্যাঁ, সমস্যা তো হয়েছিলই। তবে এখন আমরা এলিফ্যান্ট রোডে বাসা ভাড়া নিয়ে আমাদের রিহার্সাল কন্টিনিউ করছি। এটাই বরং ভাল হচ্ছে, আমরা প্রতিদিন রিহার্সালের সুযোগ পাচ্ছি। মোটামুটিভাবে টিএসসির নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মীরা সবাই নতুন নীতিমালার ব্যাপারে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানালেও খুশি হয়েছেন সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। তাদের প্রায় সবারই অভিযোগ, টিএসসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও টিচারদের জন্য হলেও বহিরাগতরা আড্ডা দিয়ে টিএসসির পরিবেশ নোংরা করে ফেলেছিল। বর্তমান ব্যবস্থায় সেটা বন্ধ হওয়াতে তারা খুশি।

এসএম হলের ফাহিম, বঙ্গবন্ধু হলের মাকসুদুল আকবর, সোসিওলজির লোপা, ইসলামিক স্টাডিজের সাবরীনা এবং তিথী, রোকেয়া হলের রুবা, সবাই একইভাবে জানালেন, যেহেতু টিএসসি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য, সেহেতু শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং টিচাররাই এটা ব্যবহার করবে। আগে ইউনিভার্সিটির বাইরের ছেলে-মেয়েদের উৎপাতে আমরাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলাম। এমনকি হলের অনেক মেয়েরা টিএসসিতে আসতেও চাইত না। তবে বিকালে এত দ্রুত গেট না আটকে আরেকটু বেশি সময় সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা রাখলে ভাল হয়। টিএসসি তার চরিত্র বদলালেও বদলায়নি তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য। এজন্যই এত কড়াকড়ির মাঝেও কোন সংগঠনের প্রোগ্রাম বা কোন উপলক্ষে সন্ধ্যার পরে টিএসসি খোলা থাকলে বা এখন যে সময়টুকু খোলা থাকে সে সময়ে তরুণ-তরুণীরা ছুটে আসে টিএসসিতে। আড্ডা দেয়, জুটি বাঁধে, গল্প বা গ্র ডিসকাসনে মেতে ওঠে। এভাবেই সব সময় টিএসসি ধরে রাখবে তার তারুণ্য ও স্বকীয়তা।